অধিগ্রহণ জটিলতায় আটকা মুজিবনগর মডেল মসজিদ

কার্যাদেশের সাড়ে চার বছর অতিবাহিত হলেও আজও জমি অধিগ্রহণের কারণে কাজ শুরু হয়নি মেহেরপুরের মুজিবনগর মডেল মসজিদের। জেলা, সদর উপজেলা ও গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদ নির্মাণ শেষ হলেও অধরা যেন মুক্তিযুদ্ধেও স্মৃতিবিজড়িত মুজিবনগরের মডেল মসজিদটি।

মডেল মসজিদ প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, “প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন” প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা মডেল মসজিদ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ২০১৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। যার স্মারক নমং-১৭৫৯। এর আগে ওই বছরের ২০ জুন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি এ্যাসোসিয়েটসের সাথে বাস্তবায়নাধিন প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগ চুক্তি সম্পাদন করে। প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ১২ কোটি ৫৯ লাখ ১৬ হাজার ৪২১ টাকা। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তা অর্থ বাবদ ৬২ লাখ ৯৫ হাজার ৮২১ টাকা জমা প্রদান করেন।

জমি অধিগ্রহণের জন্য তৎকালীন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর একটি পত্র দেন। পত্রে উল্লেখ করেন, অধিগ্রহণ কার্যক্রমের জন্য প্রস্তাবিত জমি মসজিদ নির্মানের জন্য নির্ধারিত না হওয়ায় একই মৌজায় ৫০০ ও ৩৬৪ খতিয়ানভুক্ত ৩৬৭ দাগের ০৭.২৫ শতক ও ৩৬৬ দাগের ৩৫.৬৭ মিলে ৪২.৯২ শতক জমা পাওয়া যাচ্ছে বলে স্কেচ ম্যাপ পাঠিয়ে তা অনুমোদনের জন্য আবেদন করেন। পরে সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ২০২১ সালের ২৪ অক্টোবর অধিগ্রহণের প্রস্তাবিত ৪২.৯২ শতক জমি বাবদ ১ কোটি ৮৭ লাখ ৩৬ হাজার ৪২২ টাকা বরাদ্দ চেয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাছে আবেদন করেন। এবং ২০২২ সালের ৩০ জানুয়ারি টাকা পেয়েছেন উল্লেখ করে প্রকল্প পরিচালকের কাছে প্রাপ্তী স্বীকার পত্র পাঠান।

তথ্য উপাত্ত জানা গেছে, জমি অধিগ্রহণের টাকা বরাদ্দ হলেও কার্যাদেশ প্রদানের সাড়ে চার বছর এবং বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রায় আড়াই বছর হতে চললেও এষনও পর্যন্ত সে জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। ফলে মুজিবনগরবাসী অপেক্ষায় আছেন কবে হবে মডেল মসজিদ।

অপরদিকে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করেছেন কাজটি দ্রুত শুরু করার জন্য। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জেলা প্রশাসককে চিঠি দিয়ে তাগাদা দিয়েছেন। তবুও কোন অগ্রগতি মেলেনি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর বলেন, মুজিবনগর মডেল মসজিদ স্থাপনের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, ইউএনও এবং নিজে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ফাইল পাঠানো হয়েছে। কিন্তু অধিগ্রহণের জন্য ৪ ধারার যে নোটিশ জারি হয় কি কারণে সে নোটিশ জেলা প্রশাসক মহোদয় কেন দেননি তার সদুত্তর আমার কাছে নেই।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি এ্যাসোসিয়েটসের প্রতিনিধি জাকির হোসেন খাঁন বলেন, মুজিবনগর মডেল মসজিদের কাজ চুক্তি হওয়ার পর পাঁচ বছর কেটে গেলো। প্রয়োজনীয় প্রতিটি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জমি অধিগ্রহণ না হওয়ায় কাজটি শুরু করা যাচ্ছে না। ফলে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বারবার আবেদন করে কোন সুফল মিলছে না।

হাসানুজ্জামান লাল্টু তিনি স্থানীয় একজন উদ্যোক্তা। তিনি বলেন, মুজিবনগর বাংলাদেশের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ একটি উপজেলা। গুরত্বপূর্ণ বিবেচনায় এখানকার মডেল মসজিদটি সবার আগে নির্মাণ হওয়া উচিৎ ছিলো। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদাসিনতায় এখনো জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি বলে জানতে পেরেছি। যা খুবই দু:খজনক। আশা করবো দ্রুত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টরা এই মসজিদটি নির্মাণের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

স্থানীয় ইয়ামিন হাসান বলেন, চার বছর ধরে শুনছি মুজিবনরে মডেল মসজিদ হবে। শুনতে শুনতে জেলা শহরসহ অন্যদুটি উপজেলায় হয়ে গেছে। কিন্তু মুজিবনগরে নাকি এখনো জমি নিতেই পারেনি। জেলা প্রশাসন আন্তরিক হলে অনেকই আগেই এর নির্মাণ কাজ শুরু হতো। আমাদের দাবি দ্রুত জমি অধিগ্রহণ কেও মসজিদটি নির্মাণ করা হোক।

জেলা প্রশাসক মো: শামীম হাসান বলেন, প্রস্তাবিত জমির দুইজন মালিকের একজন মামলা করেছেন এবং একজন অধিগ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এ সংক্রান্ত জটিলতায় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আটকে আছে। ফলে মডেল মসজিদের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।

প্রকল্প পরিচালক মো: নজিবর রহমান বলেন, জেলা প্রশাসক জমি অধিগ্রহণ করে দিলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। আমরা জমি অধিগ্রহণের টাকাও দিয়ে দিয়েছি। বারবার তাগাদা দিচ্ছি জমি অধিগ্রহণের জন্য। গত ২২ এপ্রিল এনিয়ে পুনরায় মিটিং করে তাগাদা দেওয়া হয়েছে।

আবারো দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চুয়াডাঙ্গায় : ভাঙলো টানা দশ বছরের রেকর্ড

আবরো দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চুয়াডাঙ্গায় ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। টানা ১৭ দিন চলছে তীব্র তাপ প্রবাহ থেকে খুব তীব্র তাপ প্রবাহ।

চুয়াডাঙ্গা টানা দশ বছরের রেকর্ড ভাঙলো আজ সোমবারের তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা এখন পর্যন্ত চলতি মৌসুমে সর্বোচ্চ। এসময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ছিল ১৩ শতাংশ। বেলা ৩টার পর আবাহওয়া অধিদপ্তর মেহেরপুর প্রতিদিন কে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক জানান, আজ ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রার পারদ যেন কমছেই না। প্রায় প্রতিদিনই রেকর্ড ভাঙছে। তীব্র গরমে স্থবির হয়ে পড়েছে এই জেলার জনজীবন। বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষ। জীবন ও জীবিকার তাগিদে অসহনীয় গরমেই কাজ করতে হচ্ছে।

সূর্যের প্রচন্ড খরতাপের নীচে জমিতে কাজ করছেন দিন মজুররা। তাদের অনেকে ভাষ্য জীবিকার তাগিদে গরম উপেক্ষা করে কাজ করতে হচ্ছে তাদের।

গরমে এ জেলার অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। শিশু এবং কিশোররা রয়েছেন বেশি ঝুঁকিতে। ভিড় বাড়ছে জেলা সদর হাসপাতালে। পানি শূন্যতায় ভুগছেন অনেকেই।

দামুড়হুদায় জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপন

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস (লিগ্যাল এইড)। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘স্মার্ট লিগ্যাল এইড,স্মার্ট দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’।

‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪’ উদযাপন উপলক্ষে আইন ও বিচার বিভাগ এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার উদ্যোগে দামুড়হুদা উপজেলায় বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ২০১৩ সাল থেকে জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে ২৮ এপ্রিল আইনগত সহায়তা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ২৮ এপ্রিল জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী প্রচারণা চালানো হয়। দিবসটি পালনের ফলে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আইনগত সহায়তা সম্পর্কে সচেতনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপজেলা লিগাল এইড কমিটির আয়োজনে, কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ রবিবার সকাল সাড়ে সাড়ে ৯ টায় দামুড়হুদা উপজেলা চত্ত্বর থেকে একটি র্যালী উপজেলা চৌরাস্তা মোড় প্রদক্ষিণ করে।

র্যালী পরবর্তীতে সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপজেলা লিগাল এইড কমিটির সদস্য সচিব ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার ইনস্পেক্টর অপারেশন হিমেল রানা,দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, নারী মুক্তি কল্যাণ সংস্থার প্রকল্প পরিচালক তৌহিদা পারভীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সুপারভাইজার মারিয়া মাহবুবা,সিইও ফয়জুল হক সহ প্রমুখ।

এসময় সভায় বক্তারা বলেন, লিগ্যাল এইড মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র একটি মহতী উদ্যোগ। ন্যায় সঙ্গতভাবে সবাই যেন সমভাবে আইনি সহায়তা পায়। গরীব অসহায় দুস্থ ব্যক্তিদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পেতে এবং যেকোন পর্যায়ের ব্যক্তির আইনগত পরামর্শ গ্রহণ ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে

করতে পারবেন। বিরোধ হলেই মামলা নয়, লিগ্যাল এইড অফিসে আপোষও হয়।

পারিবারিক, দেওয়ানি এবং আপষ যোগ্য মামলায় বিজ্ঞ আদালত থেকে প্রেরণ করলে কিংবা সরাসরি লিগ্যাল এইড অফিসে অভিযোগের মাধ্যমে পক্ষদের মধ্যে লিগাল এইড অফিসারের মধ্যস্থতায় আপষ করতে পারিবেন। আপোষ মাধ্যমে নিষ্পত্তিতে উভয়পক্ষ লাভবান হয় এবং সময় ও অর্থের অপচয় রোধ হয়।

ঝিনাইদহে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত

“স্মার্ট লিগ্যাল এইড, স্মার্ট দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ।

এ উপলক্ষে রোববার সকালে জেলা জজ কোর্ট চত্বরে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এস এম সাইফুল ইসলাম শান্তির প্রতিক পায়রা এবং বেলুন উড়িয়ে এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এর পর একই স্থান থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে জেলা আদালত চত্তরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

সেসময় বক্তারা, বলেন স্মার্ট লিগ্যাল এইড বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, যা আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় পুড়ছে চুয়াডাঙ্গা: জনজীবনে নেমে এসেছে চরম বিপর্যস্ত

চুয়াডাঙ্গায় চলতি মৌসুমে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে । প্রচন্ড পরিমাণ তাপে জনজীবনে নেমে এসেছে অস্থিরতা। শিশু থেকে সকল বয়সী মানুষ অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে সাথে বেড়েছে লোডশেডিং। গতকাল শুক্রবার বিকাল তিনটার সময় চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ১১ শতাংশ। যা চলতি মৌসুমে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এটিই।

চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ আরও কিছু দিন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান। তিনি বলেন, আগামী তিন দিন আরও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। ৪৩ থেকে ৪৪ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠতে পারে তাপমাত্রার পারদ। সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেন তিনি।

এদিকে তীব্র গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে লোডশেডিং। এতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে চুয়াডাঙ্গার জনজীবন। সব থেকে বেশি কষ্ট পাচ্ছে শিশু ও বয়োবৃদ্ধরা। গরমে এসি ও ফ্যানের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বেড়েছে বিদ্যুতের ব্যবহারও। ফলে বেড়েছে লোডশেডিং। দিনে বাসায় থাকা দায় হয়ে পড়েছে মানুষের। এর মধ্যে রয়েছে রাতে মশার যন্ত্রণা। গরমের সঙ্গে ঘন ঘন লোডশেডিং হওয়ায় সারা রাত নির্ঘুম কাটাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষের।

অপরদিকে জেলা সদর হাসপাতালে বেড়েছে ডায়রিয়া ও শিশু রোগীর সংখ্যা। ওয়ার্ডের মেঝেতে রেখে চলছে চিকিৎসা। এছাড়া বহির্বিভাগেও রয়েছে রোগীদের চাপ। প্রতিদিন গড়ে গরমজনিত কারণে ৭০০-৮০০ রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোহা: আতাউর রহমান।
গরমের কারণে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু বিদ্যুতের উৎপাদন সে তুলনায় না বাড়ায় লোডশেডিং বেড়েছে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির চুয়াডাঙ্গা জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল

ম্যানেজার (ডিজিএম) আবু হাসান।

তিনি বলেন, জেলায় গরমে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে। পল্লী বিদ্যুতের আওয়াধীন এলাকায় প্রতিদিন প্রায় ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। সেখানে আমরা পাচ্ছি ৯০-৯২ মেগাওয়াট। আমাদের মূল গ্রিডের যে ধারণক্ষমতা, সেখানেও টানতে পারছে না। ঘাটতি পূরণ করতেই লোডশেডিং চলছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ছাত্র ফিরোজ হোসেন বলেন, বেশ কয়েকদিন যাবত গরমের তীব্রতা বেড়েই চলেছে চুয়াডাঙ্গায়। সরকারের পক্ষ থেকে যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে । ঘর এবং ঘরের বাইরে সকল স্থানে গরম। সাথে বাতাসে আদ্রতার সাথেও গরম অনুভূতি হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গার দিনমজুর রুহুল বলেন, গরমের কারণে আমরা ঠিকমতো কাজে যেতে পারছি না। কাজে গেলেও আমরা ঠিকমতো কাজ করতে পারছি না। অনেক রৌদ পড়ছে। এই রোদে যেন মাথা ফেটে যাবে এমন ভাব হচ্ছে। অল্প কাজ করেই আমরা ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি।

কৃষক বন্ধন আলী বলেন রোদের প্রখরে ফল-ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। আম, লিছু, ধানসহ বিভিন্ন ফসল পুড়ে যাচ্ছে। এতে লোকসানের শঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফসলে অতিরিক্ত পরিমাণ পানি দিতে হচ্ছে। শেষমেষ ফসল আমরা ঠিকমতো ঘরে তুলতে পারবো কি এটা নিয়েও আমাদের চিন্তা হচ্ছে।

জি এম কাদেরের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ পেলেন ঝিনাইদহের (অবঃ) মেজর মাহফুজুর

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি স্বাক্ষরীত এক প্রেস বিঞ্জপ্তিতে জানানো হয় জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ঝিনাইদহ জেলা জাতীয় পার্টির

সিনিয়র সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য এবং ঝিনাইদহ-২ আসনের জাতীয় পাটির সংসদ সদস্য প্রার্থী (অবঃ) মেজর মাহফুজুর রহমানকে।

প্রেস বিঞ্জপ্তিতে আরও জানানো হয় জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখবেন বলে তিনি আশা বাদী। এ বিষয়ে মেজর মাহফুজ বলেন, তার উপর অর্পিত এই গুরু দায়িত্ব যেন সঠিক ভাবে পালন করতে পারেন সেজন্য তিনি সকলের দোয়া কামনা করেন।

(অবঃ) মেজর মাহফুজুর রহমান জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ পাওয়ায় তাকে জাতীয় পার্টি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

যারা মুজিবনগর দিবস মানেনা, তারা মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন রাস্ট্রকেও মানেনা–কাজী জাফরুল্লাহ

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফরুল্লাহ বলেন, মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। যারা ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবসকে মানেনা, তারা মুক্তিযুদ্ধ ও এই স্বাধীন রাস্ট্রকেও মানেনা। তারা আজও পাকিস্থানের দোষর হিসেবে কাজ করে।

আজ ১৭ এপিল দুপুরে মুজিবনগর আম্রকাননের শেখ হাসিনা মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত মুজিবনগর দিবসের বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাসিম এমপি’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান

ক মোজাম্মেল হক সর্বপ্রথম মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্প মাল্য অর্পণ করেন।

এরপর জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন রিমি, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, সংসদ সদস্য ডাঃ সৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি,বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে জেলা শাখার পক্ষে জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফারহাদ হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষে জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান, জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক, মেহেরপুর জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুষ্প মাল্য অর্পণ করা হয়।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ চত্বরে শেখ হাসিনা মঞ্চের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সিসিম হোসেন রিমি দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় সেখানে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, আনসার ব্যাটালিয়ান, মেহেররপুর সরকারি কলেজ ও মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বিএনসিসি, মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের সদস্যরা মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। প্রধান অতিথি সালাম গ্রহণ করেন। মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম প্যারেড পরিচালনা করেন।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন

মেহেরপুরে নানা আয়োজনের ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন করা হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় নেতাদের আসার আগেই অনুষ্ঠান শুরু ও জনসভায় লোকসমাগম কম থাকায় সমালোচনা সৃষ্টি হয়।

আজ বুধবার সকালে সূর্যোদয়েরর সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে দিবসের কর্মসূচি হয়।

সকাল ৯টার দিকে মুজিবনগর আম্রকাননের শেখ হাসিনা মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের আয়োজনে দিবসটি উপলক্ষে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম এমপির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ। খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, প্রেসিডিয়াম সদস্য এ এইচ এম খায়রুজ্জামান, সিমিন হোসেন রিমি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন এমপি, আফজাল হোসেন, সদস্য গ্লোরিয়া সরকার ঝর্ণা, নির্মল কুমার চ্যাটার্জি, ফরহাদ হোসেন এমপি, মুন্নুজান সুফিয়ান, এম এ খালেক, এস এম নাজমুল হক সাগর এমপি।



জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ বলেন, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ অনুষ্ঠানের পর থেকেই বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি রুপলাভ করে।

সভাপতির বক্তব্যে আ ফ ম বাহা উদ্দিন নাসিম বলেন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ও সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রশ্নে যেখানেই বাধা আসবে সেখানেই প্রতিহত করা হবে। এই হোক মুজিবনগর দিবসের শপথ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, মুজিবনগরকে আন্তর্জাতিক মানের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণন করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ২৩ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস জানতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে। আমরা অচিরেই এই

নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু কবে?

“রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি? এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে? সেতারা, হেলার এখনো ওঠেনি জেগে? তুমি মাস্তলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে; অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি। রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?” ফররুখ আহমেদের পাঞ্জেরি কবিতার পঙতিমালার মত অপেক্ষার প্রহর গুণতে হচ্ছে “মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মুতি কমপ্লেক্স” প্রকল্প নিয়ে।

নতুন করে চারশ নয় কোটি নয় লক্ষ টাকা বরাদ্দের আন্তর্জাতিক মানের ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প’ নামে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। নতুন প্রস্তাবিত প্রকল্প সম্পন্ন হলে পাল্টে যাবে মুজিবনগরের চিত্র। মুজিবনগরকে দেখেই পুরো মুক্তিযুদ্ধের চিত্রপট পর্যটকের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওবেয়সাইট থেকে জানা গেছে, ২০২১ সালের ২০মে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখান থেকে কিছু সংশোধনী দেওয়া হয়েছে। সে সংশোধনীতে এখনো আটকে রয়েছে প্রকল্পটি। অথচ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল লেখা রয়েছে ১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথের স্মৃতিবিজড়িত স্থান মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রথম সরকারের শপথের মধ্যে দিয়ে যার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। স্বাধীনতার ৫৩ বছরে মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র, ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যর স্বাধীনতা সড়ক বাস্তবায়ন হয়েছে। যে সড়ক দিয়ে যাত্রী পারাপার ও পণ্য আমদানী রপ্তানীর জন্য গেজেট প্রকাশ হয়েছে স্থলবন্দরের।

নতুন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্কাল্পচার গার্ডেন, বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার মেমোরিয়াল মুর্যাল ও শপথ গ্রহণের গ্রাউণ্ড, শেখ হাসিনা মঞ্চ, প্যানোরমা ও অ্যাম্পি থিয়েটার, হিস্টোরি ওয়াক, ৩ তলা বিশিষ্ট অ্যাডমিন ব্লক, ২ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ব্লক, ৪তলা বিশিষ্ট ট্রেণিং সেন্টার, ৪তলা বিশিষ্ট অফিসার্স ও স্টাফ কোয়ার্টার, সুইমিং পুল, ফুড জিয়স্ক ও রেস্ট রুম, রেন্টাল সপ, ওয়াচ টাওয়ার, ভিভিআইপি ও ভিআইপি পার্কিং, সাধারণ পার্কিং, মাছ ধরার ডেক, রোপ ওয়ে, ২তলা বিশিষ্ট বোট ক্লাব, সুপেয় পানির ডিসপেনসার, ব্যাংক প্রটেকশনসহ লেক, ব্রীজ,

অতিনিম্নমানের কাজ হবার কারণেই ভাষ্কর্যগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। প্রকল্পর অন্যান্য কাজ এখনও অসমাপ্ত আছে।

আমবাগান পরিচর্যার জন্য অপেক্ষা
ঐতিহাসিক আম্রকাননে বর্তমানে ১১০০টি গাছ বেঁচে রয়েছে। পরিচর্যার অভাবে ইতোমধ্যে শতাধিক গাছ মারা গিয়েছে। ফলে বাগানটি ক্রমশই শ্রীহীন হয়ে উঠছে। জীবিত ১১০০টি গাছের পরিচর্যার জন্য মেহেরপুর হর্টিকালচার সেন্টার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ৭০ লাখ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। দ্রুত গাছ বাঁচানোর প্রকল্পের বরাদ্দ ছাড় হলে কাজ শুরু করা হবে নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: শামিম হাসান।

স্বাধীনতা সড়ক
১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদিতে ভারতের কলকাতা থেকে যে মেঠোপথ ধরে জাতীয় চার নেতাসহ দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা এসেছিলেন সেই মেঠপথটিকে স্বাধীনতার অর্ধশত বছর উৎযাপন উপলক্ষে বর্তমান সরকার ‘স্বাধীনতা সড়ক’ নামে নামকরণ করেছেন। ওই মেঠপথটির বাংলাদেশের অংশ ৫০০ মিটার সড়ক ১ কোটি ৪ লাখ টাকা ব্যায়ে ইতিমধ্যে পাকাও করা হয়ে গেছে। ২০২১ সালের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এ সড়কের উদ্বোধন করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী।

দুই যুগ আগে স্থাপিত মুজিবনগর কমপ্লেক্সে বর্তমানে যা আছে:
১১টি মন্ত্রনালয়ের প্রায় ৩’শ কোটি টাকা বরাদ্দে গড়ে উঠেছে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র । এর মধ্যে পর্যটক মোটেল, শপিংমল, শিশু পরিবার, ডাকঘর, হেলিপ্যাড, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ছয় দফা ভিত্তিক মনোরম গোলাপ বাগান, অত্যাধুনিক মসজিদ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলাদেশের মানচিত্র ও জাদুঘর। এখন পর্যন্ত এসব কোন স্থাপনাই আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়নি। অথচ প্রকল্পের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ধাপের কাজ শেষ হয়েছে অন্তত ১০ বছর আগে। সবশেষে সাড়ে আট কোটি টাকা ব্যয়ে বড় মিলনায়তন নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে।
তবে এখনো প্রশাসনিক প্লাজা, অ্যাপ্রোচ রোড, বিদ্যুৎ, জেনারেটর ক্রয় (১০০-কেভিএ), মানচিত্রে স্টেজে কাঠের কাজ, সিঁড়িতে এসএস রেলিং, জলছাদ র্যাম্প ও এসপিএমসিবি পাওয়ার সকেট, আন্ডার গ্রাউন্ড সার্ভিস লাইন কাজ আজও শেষ হয়নি।

মেহেরপুরের গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম পাল

বলেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে যাদুঘর সংস্কার, রাস্তা সংস্কার, রঙ করা সহ কমেপ্লক্স চত্ত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্নসহ প্রায় ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ ধরে সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো: শামীম হাসান বলেন, নতুন যে প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে তার মিটিং হবে বিকালে। প্রকল্পটি কোন পর্যায়ে আছে মিটিং শেষে জানা যাবে। তবে মুজিবনগর দিবসকে ঘিরে জেলা প্রশাসন সকল ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে এর আগের মুজিবনগর দিবস নিয়ে বলেছিলেন, নতুন করে প্রস্তাবিত মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রাথমিকভাবে ৪১০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প রেডি করেছে। আমরা চাচ্ছি দ্রুততম সময়ের মধ্যে এটি একনেকে পাশ করানোর জন্য।

যেভাবে ১৭ এপ্রিল:
অনেক জীবন এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ পেয়েছিল তার আসল বাস্তবতা। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ বাঙালী জাতির আন্দোলনের কারণ সম্পর্কে সেই ১৮৮৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অনেক ঘটনায় উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশীদের স্বপ্ন চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর আম বাগানে। যেখানে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নিয়েছিল। সেখানে সেই মহতী অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক এবং বিশিষ্ট বাজনীতিবিদগণ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে একটি রেডিও সেন্টার স্থাপন করে প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠান সারাদেশে সম্প্রচার করা হয়েছিল এবং মুজিবনগর সেদিন পেয়েছিল ঐতিহাসিক মর্যাদা।
১০ এপ্রিল ১৯৭১ এক ঘোষনার মাধ্যমে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল যা মুজিবনগর থেকে ইস্যু করা হয়েছিল । এখানে উল্লেখ্য এই ঘোষনা বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বের ঘোষনাকে দৃড়ীকরন করে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রথম প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ।

সে সময় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী মেহেরপুরকে করতলে নিলেও পৌঁছুতে পারেনি বৈদ্যনাথতলায়। তদানীন্তন মেহেরপুর মহাকুমার বাগোয়ান ইউনিয়নের নিভৃত পল্লী বৈদ্যনাথতলা। স্বাধীনতা

[redacted]

[redacted]
[redacted]

মেহেরপুরে পৌঁছেছেন মুজিবনগর দিবসের প্রধান অতিথি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের বিশাল জনসভার প্রধান অতিথি গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক মেহেরপুর এসে পৌঁছেছেন।

আজ মঙ্গলবার (১৬ এপ্রিল) দুপুরের দিকে আ ক ম মোজাম্মেল হক সড়কপথে মেহেরপুর সার্কিট হাউজে এসে পৌঁছান।

এসময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক শামীম হাসান মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে ।

এসময় মন্ত্রী সালাম গ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি, পুলিশ সুপার এসএম নাজমুল হক প্রমুখ।